দৈনিক সংবাদ

২২/৯/২০০৩

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা একেবারেই ভেঙে পড়েছে

গোড়ায় দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতি

খুলনা থেকে মানিক সাহা ঃ দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির কারণে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। স্থবির হয়ে পড়েছে প্রশাসন ও শিক্ষা কার্যক্রম। নতুন এই ব্যতিক্রমধর্মী উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অ্যাকাডেমিক উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম্ নজরুল ইসলাম এবং তার ভাইপো এফ জামানসহ কিছুসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন ও প্রশাসনের একাংশ সম্মিলিতভাবে গড়ে তুলেছে দুর্নীতির একটি চক্র। এই অভিযোগ পাওয়া গেছে একাধিক সূত্র থেকে।

খুলনাঞ্চলের প্রকট বিদ্যুৎ সমস্যা, বিশেষ করে ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হয়ে থাকে। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য প্রায় ১০ লাখ টাকা খরচ করে একটি জেনারেটর কেনা হয়েছিল। এ নিয়ে এত বিরাট দুর্নীতি হয়েছে যে, গত ৪ বছরে একবারও জেনারেটরটি চালানো যায়নি। ছাত্র-শিক্ষকরা প্রচন্ড সমস্যা মোকাবেলা করলেও জেনারেটর কেনার ঘাপলার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অর্থাৎ মোটা অঙ্কের টাকা গচ্চা গেছে।

খুলনা একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। অর্থের অভাবে এখানে প্রয়োজনীয় শিক্ষা কার্যক্রম চালানো যাচ্ছে না। ছাত্রদের বই নেই। শিক্ষকদের গবেষণার জন্য অর্থ নেই। অথচ খুলনা ও ঢাকায় গেস্ট হাউসের নামে দুটি শাদা হাতি পোষা হচ্ছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ঢাকার মিরপুর রোডে যে গেস্টহাউস নেয়া হয়েছে, তার ভাড়া প্রতিমাসে ২১ হাজার টাকা। আর খুলনায় ভাড়া দিতে হচ্ছে মাসিক ১৫ হাজার টাকা। টেলিফোন বিল ও কর্মচারীসহ নানাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা এভাবেই গচ্চা যাচ্ছে।

সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে, ঢাকা ও খুলনায় যে দুটি গেস্ট হাউস করা হয়েছে, তা মূলত উপাচার্যের ব্যক্তিগত স্বার্থে। উপাচার্য নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়িভাড়া নেন ঠিকই। কিন্তু তিনি মাত্র দৈনিক ১৫ টাকা হারে ভাড়া দিয়ে তথাকথিত গেস্টহাউসে থাকেন। প্রায়ই তার পরিবারের সদস্যরাও থাকেন। অথচ খুলনায় বাসাভাড়া নেননি। অন্যদিকে ঢাকায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে গেস্ট হাউস নিয়েছে, সেখানে ওপর-নিচে দুটি ফ্লাট। মোট ভাড়া ২৪ হাজার টাকা। এমনভাবে চুক্তি করা হয়েছে যে, উপাচার্যের পরিবার পুরো একটি ফ্লাটে থাকলেও ভাড়া দেন মাত্র ৩ হাজার টাকা। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়কে গুনতে হচ্ছে প্রতিমাসে ২১ হাজার টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল বিভাগটি নিয়ে চলছে চরম অব্যবস্থা ও দুর্নীতি। ভারপ্রাপ্ত প্রধান মেডিকেল কর্মকর্তা আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ২/৩ বারে ২৯ হাজার টাকা করে নিলেও সেই টাকা দিয়ে কোনকিছু কেনেননি বলে অভিযোগ রয়েছে। উপাচার্য একবার সরেজমিনে গিয়ে দেখেন যে, মাইক্রোসকোপসহ কোন যন্ত্রপাতি নেই। তারপরও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলীর বিরুদ্ধেও রয়েছে নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ। শহীদ মিনারে মাটি ফেলার কাজেও তিনি দুর্নীতি করেছেন।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালকের সার্টিফিকেট কেলেংকারি রয়েছে। কিন্তু তারপরও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।